কমপিউটার জগৎ হারাল তার অকৃত্রিম বন্ধু এম. এন. ইসলামকে ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

আমি কমপিউটার জগৎ-এর একজন নিয়মিত পাঠক। আমি প্রায় ১৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে কমপিউটার জগৎ পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে পড়ে আসছি এবং আমার সংগ্রহে এ দীর্ঘ সময়ের পত্রিকাগুলো সংরক্ষিত আছে। শুধু তাই নয়, আমার সংগ্রহে কমপিউটার জগৎ-এর কয়েকটি অ্যালবামও (৫-৭) পর্যন্ত আছে। আমার ধারণা কমপিউটার জগৎ এখন আর অ্যালবাম বের করে না। অ্যালবাম আকারে ম্যাগাজিনের সংখ্যাগুলো সহজে সংরক্ষণ করা যায়, যা পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন মুহূর্তে সহায়ক ভূমিকা রাখে, যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কমপিউটার জগৎ হারাল তার অকৃত্রিম বন্ধু এম. এন. ইসলামকে স্মরণ করে লেখার মাধ্যমে।

এ লেখার মাধ্যমে জানতে পারলাম বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের অনেক অজানা তথ্য। একথা সত্য, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশ বা সম্প্রসারণ ঘটেছে হাতেগোনা কয়েকজন প্রযুক্তিপ্রেমীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন ফ্লোরা লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম. এন. ইসলাম। যিনি ক্যালকুলেটর দিয়ে এদেশে প্রযুক্তি পণ্যের ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন। এম. এন. ইসলাম শুধু ক্যালকুলেট ব্যবসায় শুরু করেননি, তিনি এরপর থেকে বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রযুক্তি পণ্যের ব্যবসায় শুরু করেন। যেমন ফটোকপিয়ার, ব্র্যান্ডেড ডেস্কটপ পিসি, প্রিন্টার ইত্যাদি।

আমার লেখার উদ্দেশ্য শুধু ফ্লোরা লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম. এন. ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোই নয়, বরং আমার এ লেখার উদ্দেশ্য কমপিউটার জগৎ-এর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানানো। কেননা আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, বাংলাদেশে প্রচলিত অনেকগুলো খারাপ অভ্যাসের মধ্যে অন্যতম একটি হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কার্পণ্য করা। যদিওবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তার বেশিরভাগই হয় লোকদেখানো বা চক্ষু-লজ্জার কারণে। ফ্লোরা লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম. এন. ইসলামের প্রতি কমপিউটার জগৎ যেভাবে শ্রদ্ধা জানাল তা আমাদের দেশে বিরল। কমপিউটার জগৎ পত্রিকার মাধ্যমে অকাতরে শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করে নিল ফ্লোরা লিমিটেডের চেয়ারম্যানের অবদানের কথা। এ লেখার মাধ্যমে জানতে পারলাম কমপিউটার জগৎ কিভাবে এম. এন. ইসলামের কাছে ঋণী। বস্তুত বলা যায়, নব্বই দশকে এম. এন. ইসলামের সহযোগিতা না পেলে হয়তো কমপিউটার জগৎ-এর মতো অন্য আইসিটি বিষয়ক পত্রিকাগুলোর পক্ষে প্রাথমিকভাবে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ত।

আমি ধন্যবাদ জানাই কমপিউটার জগৎ-কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। আমি আশা করি, বাংলাদেশের অন্য পত্রিকাগুলোসহ আইসিটি সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো যার যার কৃতিত্বের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা-সম্মান প্রকাশে কার্পণ্য করবে না।

আজাদ

লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ চালু করা ও আমাদের করণীয় দিকনির্দেশনা চাই

বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ঘোষণা দেয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ পদবাচ্যটি এদেশের তরুণ প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করার প্রত্যয় ঘোষিত হলেই যে দেশ ডিজিটাল হয়ে যাবে তেমনটি কেউ প্রত্যাশা করে না ঠিকই, তবে এ লক্ষ্য হাসিলের এ মন্থর গতি কেউ প্রত্যাশা করে না। আমরা চাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাজগুলো যেন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা হয়, বিশেষ করে ব্যাংকিং খাত, শিক্ষা খাত, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, পুলিশ প্রশাসন ইত্যাদি।

সম্প্রতি বাংলাদেশে সব ধরনের আন্তঃব্যাংক লেনদেন অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে চালু হয়েছে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি)। প্রাথমিকভাবে তিনটি ব্যাংকের মধ্যে সব ধরনের লেনদেন এ পদ্ধতিতে হবে। পরে পর্যায়ক্রমে সব ব্যাংকের আওতায় আসতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবসায় করার জন্য এই সুইচ স্থাপন করেনি, কম খরচে বেশি মানুষকে সেবা দিতেই এটা চালু করা হয়েছে। নতুন এ সেবা দেশের ই-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে অর্থনীতির ধূসর রং বদলে সাদায় পরিণত হবে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের (সিবিএসপি) আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক এনপিএসবির সুইচ স্থাপন করেছে। এনপিএসবি ব্যাংক খাতের কেন্দ্রীয় সার্ভার হিসেবে কাজ করবে। একটি মাত্র সুইচের মাধ্যমে সব ব্যাংকের লেনদেন সম্পন্ন করা যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এর ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। এতে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্যের কার্যক্রম আরো ব্যাপকতা পাবে। বিশ্বের সাথে সমানতালে চলতে গেলে এ ধরনের কার্যক্রমের বিকল্প কিছু নেই। প্রাথমিকভাবে তিন ব্যাংকের মধ্যে সব ধরনের লেনদেন এ পদ্ধতিতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে সব ব্যাংক এর আওতায় হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

আমার সংশয় সেখানেই। কেননা বাংলাদেশের কোনো কাজই আজ পর্যন্ত সময়মতো সম্পন্ন হয়েছে এমন নজির খুব কমই আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে যে দেরি হবে না তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। আর সরকারি কাজে কর্মে যে দেরি হয় তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় নজরদারির অভাবে। যথাযথ নজরদারির অভাবে বাংলাদেশে অনেক গৃহীত কার্যক্রম বা চালু প্রকল্পের অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, যার দৃষ্টান্ত রয়েছে ভূরি-ভূরি।

সুতরাং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি যথাযথ নজরদারি ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের আন্তরিক প্রচেষ্টা। এর ব্যতিক্রম হলে প্রাথমিকভাবে যে তিন ব্যাংকের মধ্যে সব ধরনের লেনদেন পদ্ধতি হবে সেই পর্যন্তই এর কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়বে। এর বিস্তার আর বিস্তৃত হবে না। অর্থাৎ গৃহীত এই কার্যক্রমের অপমৃত্যু ঘটবে। আর এটা আমরা সচেতন যারা তারা কেউ প্রত্যাশা করি না।

রিতা

আদাবর, ঢাকা।